৭৪৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN 13 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ছাত্রদের সাথে আইডিয়াল কলেজের প্রতারণা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানী ঢাকায় ইদানীং বেশ কিছু বেসরকারী কলেজ ছাত্রদের সাথে মারাত্মক প্রতারণা করে চলেছে। ভর্তির আগে এরা বেশ কিছু আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়। আর ঐ বিজ্ঞাপনের লোভনীয় শর্তের ফাঁদে পা দিয়ে পরে ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়াবহ প্রতারণার শিকার হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির পর থেকে নানা অজুহাতে বিপুল পরিমাণে ফি আদায় করে গলা কাটতে আরম্ভ করে। অথচ ভর্তির আগে ঐসব খাতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় কিন্তু মাঝপথে এসে এটাসেটা বলে একের পর এক গলা কাটা শুরু হয়। ছাত্রদের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে– "পড়তে চাই না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" তবে এমন অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ ছাড়তে চাইলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ছাড়ে না। টিসি দেয় না। আবার এমন সময় বাড়তি টাকা-পয়সা আদায় করে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা ইচ্ছে করলেই কলেজ ছাড়তে পারে না। এক বছর অতিবাহিত হবার পর যখন মাত্রাতিরিক্ত ফি ধার্য হয় তখন ছাত্র-ছাত্রীরা বিদায় নিয়ে যে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে, তারও সুযোগ থাকে না।

ধানমন্ডির সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত আইডিয়াল কলেজের বিরুদ্ধেও এমনি বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতবছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় কলেজটি জাতীয় দৈনিক পত্রপত্রিকায় বিনামূল্যে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের শর্তে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সেখানে সম্পূর্ণ ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়। এছাড়া আরও যেসব সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয় তার মধ্যে ছিল– সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল ও সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা, লিফটসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী কক্ষ, সীমিতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আলাদা আলাদা সেকশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকদের দ্বারা ক্লাসের ব্যবস্থা, প্রতি ৩ মাস অন্তর ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকদের সাথে কলেজ ক্যাম্পাসে পর্যালোচনা সভার আয়োজন, সাপ্তাহিক ক্লাস টেস্টের ফলাফল ও সন্তোষজনক উপস্থিতির ভিত্তিতে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান, প্রতিটি অধ্যায়ের ওপর আলাদা হ্যান্ডনোট প্রদান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাইব্রেরীতে ইন্টারনেট সুবিধা প্রাপ্তি প্রভৃতি। এসব লোভনীয় সুযোগ-সুবিধার ফাঁদে পা দিয়ে শত শত কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী এখানে ভর্তি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরাও এ কলেজের প্রতি উৎসাহী হয়। কিন্তু ভর্তির এক বছর পরেও আজ পর্যন্ত উক্ত সুযোগ-সুবিধার একটিও বাস্তবায়ন তো হয়ইনি, উপরন্তু কম্পিউটার বিষয় নেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। প্রথম বর্ষের জন্য আড়াই হাজার এবং দ্বিতীয় বর্ষের জন্য আড়াই হাজার টাকা। যারা এ টাকা দিতে পারবে না তাদের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না এবং ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ করা হবে না বলে নোটিশ দেয়া হয়েছে। অথচ ভর্তির সময় সবাইকে ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবকেরাও বিপাকে পড়েছে। জানা গেছে একাদশ শ্রেণীতে ৭শ' ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পিউটার বিষয়ে ভর্তি করা হয়। অথচ কলেজে ২০টি কম্পিউটারও নেই। যে কারণে 'ত এক বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের দু'দিনও কম্পিউটার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয়নি। তবুও কম্পিউটার শিক্ষার নামে এক বছর পর ৫ হাজার টাকা করে দাবী করা হচ্ছে।

অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, কলেজটিতে শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ নেই। অথচ দু'চারদিন পরপরই নানা অজুহাতে একের পর এক অর্থ আদায় করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শামসুল আলম টাকা ছাড়া কিছুই বোঝেন না। ভর্তির সময় মাসিক বেতন ছিল ২শ' টাকা, কিন্তু এক মাস পরই কোন কারণ ছাড়া আরও ৫০ টাকা করে বাড়ানো হয়। অপরদিকে কলেজটি পরিচালিত হচ্ছে পার্টটাইম শিক্ষক দিয়ে। যে জন্য প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন শিক্ষক আসেন এবং তারা পড়াশোনার সমন্বয় করতে পারেন না। ছাত্ররাও এতে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জানা গেছে, শিক্ষকদের ক্লাসপ্রতি মাত্র ৭৫ টাকা সম্মানী দেয়া হয়– কোচিং সেন্টারের মতো।

ভর্তির সময় প্রসপেক্টাসে যেসব আকর্ষণীয় শর্ত দেয়া হয়েছিল তার একটিও আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। ৭ তলা ভবনের এই কলেজে লিফট নেই, প্রতি ক্লাসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণেরও কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ এর নামে টাকা নেয়া হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তো দূরের কথা, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকও এখানে ক্লাস নেন না।

কলেজে অভিভাবকদের সাথে আজ পর্যন্ত কোন সভা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের কাউকেই কখনো কলেজ থেকে বৃত্তি দেয়া হয় না, আলাদা হ্যান্ডনোটও দেয়া হয় না। লাইব্রেরীতে এসি কিংবা ইন্টারনেট তো নেইই, এমনকি দরকারী বইপত্র, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিও নেই। নেই ছাত্রদের কমনরুম এবং ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা। সাংস্কৃতিক ফি নেয়া সত্ত্বেও কোন অনুষ্ঠান এ পর্যন্ত হয়নি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্দিষ্ট শিক্ষক না থাকায় অনেক ক্লাসই হয় না, আবার অনেক ছাত্রকে ক্লাসে অনুপস্থিত দেখিয়ে মোটা অংকের জরিমানা আদায় করা হয়। একটি সেকশনে সীমিত পরিমাণ ছাত্র ভর্তির কথা থাকলেও প্রতিটি সেকশনে প্রায় দেড়শ' করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

ছাত্ররা উপরোক্ত অনিয়মসমূহের প্রতিবাদ করলে তাদেরকে টিসি দেয়ার হুমকি এবং পুলিশে সোপর্দ করার ভয়ভীতি দেখানো হয়। আবার ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে যেতে চাইলে তাদের সময়মতো টিসিও দেয়া হয় না এবং এসএসসির জমাকৃত মূল মার্কশীট-টেস্টিমোনিয়াল আটকে রাখা হয়, যাতে তারা অন্যত্র ভর্তি হতে না পারে। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ক্রমাগত মানসিক অত্যাচার চলে আসলেও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পায় না। সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অভিভাবকেরাও মুখ বুঝে সব সহ্য করে।

এসব অভিযোগ, অনিয়ম ও প্রতারণাপূর্বক বাড়তি অর্থ আদায়ের ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষের সাথে বেশ ক'বার টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। সাংবাদিক পরিচয় দিলে প্রতিবারই কলেজ থেকে জানানো হয়– তিনি বাইরে আছেন। আর এ ব্যাপারে কলেজের অন্য কেউও কথা বলতে রাজি হননি।